মাদরাসা-ই আলিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ

জীবন দর্শন ও সাহিত্য সাধনা

ড. মোহাম্মাদ হারুন অর রশিদ

সবুজপত্র

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

'মাদরাসা-ই আলিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা **'মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ : জীবন দর্শন ও সাহিত্য সাধনা'** শীর্ষক অত্র গ্রন্থখানি আমাদের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য অনুমোদিত একটি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। আরবী বিভাগের কৃতিছাত্র ড. মোঃ হারুন অর রশিদ এটি উপস্থাপন করেছিলেন, **'মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদের আরবি ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা'** শিরোনামে।

বঙ্গীয় প্রথিতযশা উ'লামার অন্যতম কীর্তিমান মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ-এর ওপর একটি গবেষণা সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল সময়ের দাবী। ড. হারুন একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি পিএইচ. ডি. গবেষণার জন্য নির্বাচন করেন এবং আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণীতে কাজটি সফলভাবে ও স্বার্থকরূপে সম্পন্ন করেন।

গবেষণার মতো কঠিন কাজে মোঃ হারুন অর রশিদের একাগ্রতা ও অধ্যবসায় ছিল প্রশংসাযোগ্য। তত্ত্বাবধায়কগণের দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শগুলো অনুসরণে তিনি সদা যত্নবান ছিলেন।

সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর সম্পাদক ও প্রকাশক স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনকে ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থটি পাঠকের সামনে সুন্দরভাবে পেশ করার জন্য। গ্রন্থটির বহুল প্রচার-প্রসার ঘটলে আমরা যারপর নাই খুশী হবো।

পরিশেষে, একজন প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম পথিকৃত মহান ব্যক্তির জীবন-কর্মের ওপর একটি সফল গবেষণা ও তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল-হামদুলিল্লাহ !

ড এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
এবং প্রাক্তন পরিচালক, সেন্টার ফর
এ্যারাবিক টিচিং, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ,
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তত্ত্বাবধায়

ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ ও সাধারন
সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী
বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন
কো-তত্ত্বাবধায়

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১৬
প্রথম অধ্যায়	২০
মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদের সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা	
০১.১. ভূমিকা	২১
০১.২. এক. সমসাময়িক বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২১
০১.২.১. ইংরেজ শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২১
০১.২.২. পাকিস্তানি শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৪
০১.২.৩. বাংলাদেশ আমলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৫
০১.৩. সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা	২৯
০১.৩.১. ইংরেজ শাসনামলের রাজনৈতিক অবস্থা	২৯
০১.৩.২. পাকিস্তানি শাসনামলের রাজনৈতিক অবস্থা	৩৬
০১.৩.৩. বাংলাদেশ আমলের রাজনৈতিক অবস্থা	৪৬
০১.৪. সমসাময়িক ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা	৪৮
০১.৪.১. ধর্মীয় শিক্ষা	৪৯
ক. কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা কেন্দ্রিক	৫০
খ. দারুল উলূম দেওবন্দ কেন্দ্রিক	৫৬
০১.৪.২. সাধারণ শিক্ষা	৬১
ক. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	৬৬
খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯
০১.৪.৩. সমন্বিত শিক্ষা	৭৩
এক. বৃটিশ শাসনামল	৭৩
ক. নিউস্কীম মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা	৭৫
খ. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষাধারা	৭৮
গ. জামে'আ মিল্লিয়া কেন্দ্রিক শিক্ষাধারা	৮১
ঘ. নাদ্‌ওয়াতুল উলামা কেন্দ্রিক শিক্ষাধারা	৮৪
দুই. পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা	৮৭
তিন. বাংলাদেশর শিক্ষা ব্যবস্থা	৯০

দ্বিতীয় অধ্যায় ৯২
মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহমাদ : জীবনধারা ও মানসপ্রকৃতি
০২.১. ভূমিকা ৯৩
০২.২. জীবনধারা ৯৩
০২.২.১. বংশ ৯৩
০২.২.২. জন্ম ৯৪
০২.২.৩. বাল্যকাল ও শিক্ষা ৯৪
০২.২.৪. উচ্চ শিক্ষা ৯৫
০২.২.৫. শিক্ষকবৃন্দ ৯৭
০২.২.৬ মাদ্‌রাসা-ই আলিয়ায় শিক্ষকতা ১০৪
০২.২.৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ১০৫
০২.২.৮ কলিকাতা থেকে মাদ্‌রাসা-ই আলিয়াকে ঢাকায় স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদান ১৬০
০২.২.৯. শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০৯
০২.২.১০. ছাত্রবৃন্দ ১০৯
০২.২.১১. হজ পালন ১২০
০২.২.১২. পারিবারিক জীবন ১২১
০২.২.১৩. সাহিত্য সাধনা ১২২
০২.২.১৪. আধ্যাত্মিক জীবন ১২৫
০২.২.১৫. মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা ১২৭
০২.২.১৬. মৃত্যু ১২৮
০২.২.১৭. দৈহিক গঠন ১৩০
০২.২.১৮. বেশ-ভূষা ১৩০
০২.৩. মানস প্রকৃতি ১৩১
০২.৪. দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী ১৩৬
১৩৮
তৃতীয় অধ্যায়
মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদের সাহিত্য সাধনা
০৩.১. ভূমিকা ১৩৯
০৩.২. পাণ্ডুলিপি ১৩৯
০৩.৩. প্রকাশিত গ্রন্থাবলি ১৪১
০৩.৩.১. **প্রথম পরিচ্ছেদ** : মাওলানা সাহেবের বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনা ১৪১
০৩.৩.১.১. নবী পরিচয় ১৪০
০৩.৩.১.২. কোরআন পরিচয় ১৫০
০৩.৩.১.৩. মাদ্রাসা-ই আলিয়ার ইতিহাস ১৫৬
০৩.৩.১.৪ পরীবাগের শাহ্‌ সাহেবের জীবনী ১৬৪

০১.১. ভূমিকা

মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ ১৮৮৯ খ্রি. নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলিকাতায় কৈশোর, যৌবন ও শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর কর্মজীবনেরও এক বিশেষ অধ্যায় সেখানে অতিবাহিত হয়। এরপর তিনি ১৯৪৭ খ্রি. সরকারি আদেশে মাদরাসা-ই আলিয়া, কলিকাতাকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। এখানে তাঁর কর্মময় জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটে। বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা দ্বারা তাঁর জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত। এ আলোচনার আলোকে মাওলানা সাহেবের যুগকালকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়-

এক. সমসাময়িক বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা,
দুই. সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ও
তিন. সমসাময়িক বাংলার ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা।

০১.২. এক. সমসাময়িক বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলেই সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। তাই মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদের (১৮৮৯-১৯৭৪ খ্রি.) জীবদ্দশায় যে তিনটি শাসনামল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঠিক তেমনি আমরা তার বর্ণাঢ্য জীবনে ব্যতিক্রমী তিনটি সমাজ ব্যবস্থার পালাবদল দেখতে পাই, যা নিম্নরূপ:

ক. ইংরেজ শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)
খ. পাকিস্তানি শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.) ও
গ. বাংলাদেশি শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (১৯৭১-১৯৭৪ খ্রি.)।

এই তিনটি সমাজ ব্যবস্থার চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০১.২.১. ইংরেজ শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

মাওলানা সাহেবের জন্মের সময় (১৮৮৯ খ্রি.) বর্তমান বাংলাদেশের শাসনভার ছিল ঔপনিবেশিক ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত। সে সময়ে এদেশে সমাজ ছিল রাজনৈতিক চেতনামুখী।[১] বাঙ্গালী মুসলমানদের এক চরম দুর্দিনে পরাশক্তি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য একের পর এক নীতিমালা জারি করে। তন্মধ্যে ১৮৩৭ খ্রি. অফিস-আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু, ১৮৪৪ খ্রি. থেকে সরকারি অফিসে শুধুমাত্র ইংরেজি

---

১. ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, *বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা: প্রভিনেন্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ৩২।

লিখিত লোকদের নিয়োগ ও সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের জন্য রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি বন্ধসহ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে মুসলমানদের আধিপত্য কমতে শুরু করে। মুসলমানগণ ২য় শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। তখন 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'বঙ্গভঙ্গ রদ'কে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজ জীবনে এমন এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয় যে, এর প্রভাবে ক্রমশ গোটা ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু-মুসলিম তথা এ প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই পরস্পরবিরোধী চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বঙ্গ বিভাগের ফলে এদেশীয় হিন্দু সমাজ ইংরেজবিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতিও বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। অপরদিকে হিন্দুদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরে মুসলিম মনেও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব ঘনীভূত হয়। বঙ্গীয় এলাকায় মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো: ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিম শাসনামলের লাখেরাজ বা নিস্কর জমি বাজেয়াপ্তকরণ।[২]

১৯১১ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতিশীল আবহাওয়ার ঘূর্ণাবর্তে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবর্গ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির কাজ করার উপযোগী একটি রাজনৈতিক মঞ্চের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিশেষভাবে হিন্দু নেতৃত্ব প্রধান কংগ্রেসের বিরূপ মনোভাব এর যৌক্তিকতাকে আরো দৃঢ় করে। তাই তারা ১৯০৬ খ্রি. 'মুসলিম লীগ' গঠন করেন। তারা ভারতীয় মুসলমান ও ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের মাঝে মৈত্রী সৃষ্টি করে এবং ইংরেজ শাসনের আশ্রয়ে এদেশের মুসলমানদের জন্য যথাসাধ্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে এই দল গঠন করা হয়। বিখ্যাত ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ ডব্লিউ ইউলিয়াম হান্টার তার লিখিত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে এক অপূর্ব মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ১৭০ বছর (১৭০০খ্রি.) পূর্বে বাংলার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু আজ ধনী থাকা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।[৩]

১৯১২. খ্রি. হতে এদেশীয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। তখন হতে তাদের মনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবল আগ্রহ জাগে। তবে ইংরেজ শাসনাধীনে থাকায় এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় নিপতিত হওয়ার কারণে তাঁদের এ বাসনা বারবার হোঁচট খায়।

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

০২.১. ভূমিকা

যেসব মহান ব্যক্তির ত্যাগ-সাধনা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, বাংলা-আরবি, ইসলামী সাহিত্য চর্চা এবং কুরআন, হাদিস গবেষণার ইমারাতের অস্তিত্ব, সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব রক্ষায় বিভিন্ন সময় অদৃশ্য ভিত্তির মতো অবদান রেখে এসেছে, তাঁদের কাউকে আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সেসব মহান ব্যক্তিত্বের ত্যাগ-সাধনাই আমাদেরকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে; করেছে অধিকার সচেতন, প্রসারিত করেছে আরবি ও ইসলামী সাহিত্য চর্চা। তাদের অনেককে আমরা কম-বেশি বিভিন্ন সময় স্মরণ করি। কিন্তু সেই ত্যাগী পুরুষদের মধ্যে এমন আরো কিছু লোক রয়ে গেছেন, নানা কারণে তাঁরা আমাদের স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন, অথচ উপমহাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কারিগর, আরবি ও ইসলামী সাহিত্য চর্চা এবং এর বিস্তারে তাঁদের অবদানও অত্যল্প নয়। বস্তুত বিশ শতকে বাংলার এ জাতীয় সংগ্রামী মহান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনধারা ও মানসপ্রকৃতি আলোচনা করব।

০২.২. জীবনধারা

০২.২.১. বংশ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, জ্ঞান সাধক, আরবি সাহিত্য বিশারদ, হাদিস শাস্ত্রবিদ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, পরীবাগের বড় মাওলানা নামে খ্যাত হযরত মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ। মানব দরদী এই ব্যক্তিত্ব নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মানিকপুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ জলিল ভূঁঞা।[১] মাতার নাম মোসাম্মৎ নেছা বিবি। তাঁর শ্বশুর ছিলেন বাংলার বার ভূঁইয়াদের বংশধর ফেনীর মাতুভূঁঞা গ্রামের খুব নামকরা মোক্তার মমতাজ উদ্দিন।[২] শ্বশুরের নামের সাথে নিজের নাম মিলে যাওয়াতে অনেক সময় লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল আম্বিয়া খাতুন, একমাত্র ভাই ডা. সিরাজুল হক।

---

১. ড. সিরাজুল হক, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), ২০শ খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

২. মওদুদ আহমদ, *চলমান ইতিহাস জীবনের কিছু সময় কিছু কথা ১৯৮৩-১৯৯০* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৯), পৃ. ৩৭।

০২.২.২. জন্ম

খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের ১৮৮৯ খ্রি. মোতাবেক ১৩০৭ হি. ও ১২৯২ বাংলা সনের ১৮ অগ্রহায়ণ রোজ বুধবার নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার মানিকপুর গ্রামে নিজবাড়িতে এক ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন গ্রামীন উচ্চ বংশীয় মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

০২.২.৩. বাল্যকাল ও শিক্ষা

বাল্যকালে মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ স্বীয় গ্রামের সার্কেল স্কুলে অধ্যয়ন করেন।[৪] তিনি তাঁর নিজের বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন নিজের রচিত 'নবী পরিচয়' গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> ১৯০২ খ্রি. ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে স্বীয় জেলার হেডকোয়ার্টারে যাইয়া উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় যোগদান করিয়া পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মাধ্যমিক বাংলা শ্রেণীর পুস্তক খরিদ করার জন্য আমি যখন আব্বাজানের নিকট টাকা চাহিলাম। তখন আমার আম্মাজান আপত্তি জানাইলেন; 'ও যখন আমার গর্ভে স্থান পাইয়াছিল, তখন আমি আল্লাহ পাকের দরবারে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম- আমার এই সন্তান যদি পুত্র হয় তবে আমি তাকে আরবি পড়াইব।' আম্মাজানের কথা শুনিয়া আব্বাজানেরও মতের পরিবর্তন হইয়া গেল।
>
> কিন্তু আমার ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রহিল না। আর দুইটি মাত্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়া মাধ্যমিক বাংলা পাস করিয়া যাওয়া আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল। তখনকার দিনে মাধ্যমিক বাংলা পাস করিয়া মোক্তারী পরীক্ষাও দেওয়া যাইত। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের গ্রামের দুইজন মাধ্যমিক বাংলা পাস মোক্তার জেলাময় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এদিকে আমি মাধ্যমিক বাংলা শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জেদ ধরিলাম, অপরদিকে আমার মাতাপিতা আমাকে আরবি অর্থাৎ খাঁটি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইয়া উঠিলেন বদ্ধপরিকর।
>
> আব্বাজান আমাকে লইয়া যথাসময়ে মাদ্‌রাসার পথে রওয়ানা হইলেন এবং আদেশ করিলেন তাহার এক জোয়ান সহচরকে, এর হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আস। আমার ছুটিয়া পালাইবার কোনো উপায় ছিল

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৪. সফিউল আজম, বিশি' ইসলামী চিন্তাবিদ সমাজসেবক মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ (ঢাকা: সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮০), পৃ. ২০।

০৬.১. ভূমিকা

মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহমাদ তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে এবং অর্জিত দ্বীনী ইল্‌ম অবলম্বনকৃত ছোহবতে আওলিয়া ও এতদুভয়ের সমন্বয়ে এক বিশেষ চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনে গড়ে ওঠেন। মাওলানা সাহেবের পরিবার ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইসলামী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত ছিল। তাই পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মত তিনিও মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা পোষণ করতেন। তবে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হননি। তিনি একজন শিক্ষক, গ্রন্থকার, মাওলানা, ইমাম ও আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি মাসজিদের ইমামগণকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, "ইমামগণ দলীয় রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের উর্ধ্বে, সব দলের মুসলমান ইমামের পেছনে জামা'আতে নামায আদায় করে থাকেন। কাজেই কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত না হয়ে ইমামদের পক্ষে দ্বীনের খিদমত করা উচিত"।[১] মাওলানার কর্মময় জীবনের অংশ থেকে তাঁর চিন্তাধারা ও জীবন দর্শন যে কত ব্যাপক ছিল তা দু'টি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে আলোচ্য অধ্যায়ে তুলে ধরছি।

০৬.২. প্রথম পরিচ্ছেদঃ মাওলানা মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মাদ-এর চিন্তাধারা

মাওলানা সাহেব পারিবারিকভাবে বাল্যকাল থেকে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনায় গড়ে উঠেন। শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন ও পরবর্তীতে অবসর জীবনে তিনি নিজেকে কুরআন-হাদীসের আলোকে গড়ে তুলে ব্যক্তিগত জীবনে খাঁটি মুমিন-মুসলমানের মত জীবন যাপন করতেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের চিন্তাধারার সার সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করছিঃ

০৬.২.১. 'আকীদাঃ মতাদর্শ ও ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ বিষয়ক চিন্তাধারা

'আকীদা' শব্দটির মূল হচ্ছে 'আক্‌দ'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দড়ি, ব্যবসা, চুক্তি, শপথ, প্রতিশ্রুতি, নির্মাণকে মযবুত করা। তবে যে কোনো বিশ্বাস ও চুক্তিকেই আকীদা বলা হয় না। নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম, মতবাদ ও আদর্শকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকীদা বলা হয়। এই আকীদার সম্পর্ক মানুষের মনের

---

১. মাওলানা এ. কে. এম মাহবুবুল হকের সাক্ষাৎকার, তাং-০৭.১২.২০১০।